মুসাফির বাংলা ইস্কুল

ধ্বনি ও বর্ণ

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ কলেজ, পিলখানা, বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, S@ifurs BCS ,
Amicus Law Academy ,
Icon Plus Admission Coaching ,
ex- Oracle BCS, UCC ,
Uniaid Admission Coaching

01737 27 75 76
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

ব্যাকরণ

ব্যাকরণের মূল কাজ/মৌলিক উপাদান/আলোচ্য বিষয়...

অধ্ববাশ

অর্থতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব

MUSAFIR RAHAD SIR

আলোচ্য বিষয়

- ✓ **অর্থতত্ত্ব** – গৌণার্থ, মুখ্যার্থ, বিপরীতার্থক।
- ✓ **ধ্বনিতত্ত্ব** – ধ্বনি/ বর্ণ, সন্ধি (ধ্বনির মিলন), ণ-ত্ব/ষ-ত্ব বিধান।
- ✓ **বাক্যতত্ত্ব /পদক্রম** – বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বিরাম চিহ্ন, বাচ্য।
- ✓ **শব্দতত্ত্ব** - ??

MUSAFIR RAHAD SIR

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ইশভা
↓
প্রকৃত
↓
মাগো
↓
বঙ্গ
↓
বাংলা

MUSAFIR RAHAD SIR

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ইশভা

- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে - কোন ভাষাবংশ/ভাষাগোষ্ঠী – **ইন্দো ইউরোপিয়**
- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে – ভাষাবংশের কোন শাখা - **শতম**
- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে – শতম শাখার কোন ভাষা - **ভারতিয়**

প্রকৃত

- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে – কোন ভাষা - **প্রকৃত**

মাগো

- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে – *মাগধি প্রাকৃত* – ড সুনীতিকুমার
- ✓ বাংলা ভাষা এসেছে – *গৌড়িয় প্রাকৃত* – ড শহীদুল্লাহ

বঙ্গ

- ✓ বাংলা ভাষা সরাসরি এসেছে / বাংলা র পূর্বরূপ – **বঙ্গকামরূপি**

MUSAFIR RAHAD SIR

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ব্যাকরণ

আস্তে আস্তে হ্যালমেট টি রাজা গৌড় কে দিল।

MUSAFIR RAHAD SIR

বাংলা ব্যাকরণ

আস্তে আস্তে – *আসসুম্পসাউ,১ম বাংলা ব্যাকরণবিদ, পর্তুগিজ ভাষা ১৭৪৩*

হ্যালমেট- হ্যালহেড, ইং ১ম বাং ব্যাকরণ, ১৭৭৮

রাজা - *১ম বাংলায়, ১ম বাঙ্গালি*

গৌড় - গৌড়িয় ব্যাকরণ,১৮৩৩

MUSAFIR RAHAD SIR

ধ্বনি/ বর্ণ

- ❖ আমরা বাগযন্ত্রের সাহায্যে যা উচ্চারণ করি – **ধ্বনি**। অ,অ্যা ...
- ❖ ধ্বনির লিখিত রূপ হলো – **বর্ণ**। ক, খ, জ, ঝ ...
- ❖ উচ্চারণের সংক্ষিপ্ত রূপকে **অক্ষর** বলে। মা – ১, মা ধু – ২, মাধুরি – ৩
- ❖ ধ্বনি ২ প্রকার। স্বর ও ব্যঞ্জন।
- ❖ যা উচ্চারিত হবার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়না/স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হয় – **স্বর।**
- ❖ স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয় – **ব্যঞ্জন।**

MUSAFIR RAHAD SIR

বর্ণ

- ❑ বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ – ৫০ টি (১১+৩৯)
- ❑ বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণ –
- ❑ বাংলা বর্ণমালায় সরল বর্ণ –
- ❑ মাত্রা অনুসারে বর্ণ ৩ প্রকার – পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা, মাত্রাহীন।
- ❑ ধরি, মাত্রা = দাঁত !!

	মোট	ব্যঞ্জন	স্বর
পূর্ণমাত্রা		২৬	০৬
অর্ধমাত্রা		০৭	০১
মাত্রাহীন		০৬	০৪

MUSAFIR RAHAD SIR

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (Oracle BCS, GUARDIAN BCS,IconPlus, ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01737 27 75 76

স্বর

- মৌলিক স্বর ধনি – ৭ টি (অ,আ,ই,উ,এ,ও, অ্যা)
- মৌলিক স্বর বর্ণ – ৬ টি ।
- যৌগিক স্বর ধ্বনি – ২৫ টি (যাই = আ+ই, যাও= আ+ও ...)
- যৌগিক স্বর বর্ণ /স্বর জ্ঞাপক/ দ্বিস্বর/সান্ধ্যস্বর – ২ (ঐ=অ+ই,ঔ=অ+উ)

উচ্চারণ অনুসারে স্বর ২ প্রকার

1. হ্রস্ব স্বর – কম উচ্চারণ – ৪ টি (অ,ই,উ,ঋ)
2. দীর্ঘ স্বর – বেশি উচ্চারণ – ৭ টি ।

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে ।

- ✓ কার ১০ টি ।
- ✓ কার নেই – অ এর । একে নিলীন (রংহীন,অদৃশ্য) বর্ণ বলে ।

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন

- ❑ উচ্চারণের রীতি অনুসারে ২ প্রকার ।
  (ঘোষ ও অঘোষ)(অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ)
- ❑ উচ্চারণের স্থান অনুসারে ৫ প্রকার ।
- ❑ বর্গ অনুসারে ৫ প্রকার ।
- ❑ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। (৬ টি)
- ❑ পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন বর্ণ ৩ টি ।

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন

❖ কম হলে স্পর্শ –	(ক-ম) – ২৫ টি – স্পর্শ বর্ণ
❖ অন্তে রবে যল	❖ ৪ টি - অন্তঃস্থ বর্ণ।
❖ শিশ দিলে উষ্ম হবে	❖ (শ, ষ , স, হ)- শিশ / উষ্ম বর্ণ – ৪ টি ।
❖ মনে রবে যল	❖ ৬ টি – ফলা ।
❖ পাশে বসা ললিতা	❖ ১ টি – পার্শ্বিক বর্ণ ।
❖ তাড়নজাত	❖ ২ টি – ড়,ঢ় ।
❖ কম্পনজাত	❖ ১ টি - র ।
❖ অনুনাসিক/আনুনাসিক	❖ ১ টি ।

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন

	অঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	ঘোষ	ঘোষ
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ নাসিক্য

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- ভাষা হল - ভাবের বাহন
- ভষার মূল উপাদান - ধ্বনি
- ভষার মূল উপকরণ - বাক্য
- বাক্যের মূল একক - শব্দ
- শব্দের অর্থবোধক ক্ষুদ্রতম অংশ হল- রূপ
- বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা আছে – প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি।
- পৃথিবীতে সকল ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান – ৭ম ।(৪র্থ)
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান– ৭ম।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষায় উৎপত্তি – ৬৫০ খ্রি. (সপ্তম শতাব্দীতে)।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়– বাংলা ভাষার উৎপত্তি – ৯৫০ খ্রি. (দশম শতাব্দীতে)।
- বাংলা ভাষার আনুমানিক বয়স– প্রায় দেড় হাজার বছর।

বাংলা ব্যাকরণ ও এর প্রয়োগ বিধি

ব্যাকরণ শব্দটির বিশেস্নষিত রূপ – বি +আ + √কৃ + অন

ব্যাকরণ শব্দের সঠিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ – বিশেষভাবে বিশেস্নষণ।

ব্যাকরণের কাজ – ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ব্যাকরণ শব্দটি – সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

- ✓ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন - ম্যানুয়েল দ্যা আস্সুম্পসাঁও (পর্তুগিজ ভাষায়)।
- ✓ সর্বপ্রথম পর্তুগিজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম – Vocabolario em idioma Bengalla, e portuzuez dividido em duas partes.
- ✓ পর্তুগিজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ রোমান হরফে মুদ্রিত হয় – ১৭৪৩ সালে।
- ✓ ইংরেজি ভাষায় ১ম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন – নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।
- ✓ ইংরেজি ভাষায় ১ম বাংলা ব্যাকরণের নাম – A Grammar of the Bengali Language (১৭৭৮)।
- ✓ বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন – রাজা রামমোহন রায়।
- ✓ রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? – গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।
- ✓ বাংলা ভাষার বিকাশ ও উদ্ভব সম্পর্কিত ব্যাকরণের নাম - ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language)
- ✓ ODBL রচনা করেন – ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ✓ উইলিয়াম কেরী কর্তৃক রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম – A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)।

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) : ধ্বনি, বর্ণ, বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি পরিবর্তন, ণ–ত্ব ও ষ–ত্ব বিধান, সন্ধি ইত্যাদি।

২. শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology): শব্দ, প্রত্যয়, পদপ্রকরণ, কারক, সমাস, কাল, পুরুষ, ধাতু, উপসর্গ, অনুসর্গ, দ্বিরুক্ত শব্দ, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদি।

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম(Syntax) : বাক্য, বাক্য পরিবর্তন, পদের স্থান, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন ইত্যাদি।

৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics) : মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বাচ্যার্থ ও বিপরীতার্থ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ও সমাধান

০১. ব্যাকরণের কোন অংশে কারক নিয়ে আলোচনা হয়?
অ. অর্থতত্ত্বে ই. ধ্বনিতত্ত্বে ঈ. বাক্যতত্ত্বে উ. রূপতত্ত্বে

০২. 'প্রত্যয় ও সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়
অ. বাক্যতত্ত্ব ই. ধ্বনিতত্ত্ব ঈ. শব্দতত্ত্ব
উ. ভাষাতত্ত্ব ঊ. অর্থতত্ত্ব

০৩. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়
অ. পদক্রম ই. বাক্যপ্রকরণ
ঈ. ধ্বনিতত্ত্ব উ. রূপতত্ত্ব

০৪. সন্ধি, ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচ্য?
অ . ধ্বনিতত্ত্ব ই. রূপতত্ত্ব
ঈ. বাক্যতত্ত ঊ. অর্থতত্ত্ব

০৫. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করে–
অ. পর্তুগিজ ই. ডেনিশ
ঈ. স্পেনিশ উ. ব্রিটিশ

06. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
অ. ভাষাতত্ত্ব ই. রূপতত্ত্ব
ঈ. বাক্যতত্ত্ব উ. ধ্বনিতত্ত্ব

০৭. ড. মুহম্মদ শহীদুলস্নাহ অভিধান কোনটি
অ. চলন্তিকা ই. বাংলা ভাষার অভিধান
ঈ. বাংলা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

ধ্বনি প্রকরণ

ধ্বনি : শব্দের ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি। যেমন-অ, আ, ক, খ।
বর্ণ : ধ্বনি-নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকেই বর্ণ বলে। যেমন - অ, আ।
অক্ষর : শব্দের যে অংশটুকু এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। যেমন 'স্পন্দন' শব্দটিতে 'স্পন', 'দন্' - এই দুইটি অক্ষর আছে।
বর্ণমালা: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণগুলির সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে।
যে বর্ণ মালায় বাংলা ভাষা লেখা হয় তা হল - বঙ্গলিপি।
বর্ণ দু'প্রকার। যথা - স্বরবর্ণ (১১) ও ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯)।
নিলীন বর্ণ : অ-কে বলা হয় নিলীন বর্ণ কারণ এর কোন সংক্ষিপ্তরূপ নেই।
স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় → কার (১০টি)।
ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় → ফলা (৬ টি)।
ঋ-একমাত্র স্বরবর্ণ যা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।
মৌলিক স্বরবর্ণ → ৬ টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও)।
মৌলিক স্বরধ্বনি → ৭ টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা)।
যৌগিক স্বরবর্ণ → ২টি (ঐ, ঔ)।
যৌগিক স্বরধ্বনি → ২৫টি।
হ্রস্বস্বর → ৪টি (অ, ই, উ, ঋ)।
দীর্ঘ স্বর → ৭টি (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

মাত্রা	সর্বমোট	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০	৪ টি - এ, ঐ, ও, ঔ	৬ টি - ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ
অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ	৮	১ টি - ঋ	৭ টি - খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ	৩২	৬ টি - অ আ ই ঈ উ ঊ	২৬ টি - ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়

ব্যঞ্জন বর্ণের প্রকারভেদ:
স্পর্শ / স্পৃষ্ট বর্ণ: ক থেকে ম পর্যন্ত এই ২৫টি বর্ণ কে স্পর্শ / স্পৃষ্ট বর্ণ বলে। কারণ এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় মুখের ভিতরে একটি অংশ আরেকটি অংশ কে স্পর্শ করে।
উচ্চাণের স্থান অনুসারে স্পর্শ বর্ণগুলো পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। যেমন : ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গ।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ										
উচ্চরণের স্থান অনুসারে	অঘোষ		ঘোষ			অন্তঃস্থ ধ্বনি	উষ্ম/শীষ	তাড়ন জাত	পরাশ্রয়ী ধ্বনি	অনুনাসিক
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য অল্পপ্রাণ	য র	শ ষ স হ			
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ল	ঘোষ মহাপ্রাণ - হ; অঘোষ অল্পপ্রাণ - শ ষ স	ড়	ং	
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ব		ঢ়	ঃ	
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ					
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	কম্পনজাত - র; পার্শ্বিক - ল				
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম					

অঘোষ : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র অনুরণিত হয় না।
যথা: বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম ।
ঘোষ : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র অনুরণিত হয়।
যথা: বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলাম।

অল্পপ্রাণ: যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের চাপ থাকে স্বল্প।

যথা: বর্গের প্রথম ও তৃতীয় কলাম।

মহাপ্রাণ : যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের চাপ বেশি থাকে।

যথা: বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ কলাম।

নাসিক্য বর্ণ : পাঁচটি - ঙ, ঞ, ন, ণ, ম (বর্গের ৫ম কলাম)।

অন্তঃস্থ বর্ণ: স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদেরকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। অন্তঃস্থ বর্ণ - ৪টি, যথা - য, র, ল, ব।

পার্শ্বিক বর্ণ : ল-কে বলা হয় পার্শ্বিক বর্ণ।

কম্পনজাত বর্ণ: র-কে বলা হয় কম্পনজাত বর্ণ।

শিশধ্বনি বা উষ্মবর্ণ: উচ্চারণে উষ্মা অর্থাৎ বায়ু প্রধান ভাব থাকে বলে এগুলোকে উষ্মবর্ণ বলে। যথা - শ, ষ, স, হ।

হ - ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

শ, ষ, স - অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

তাড়নজাত বর্ণ : বাংলায় মোট ২টি তাড়নজাত ধ্বনি আছে - ড় এবং ঢ়।

পরাশ্রয়ী বর্ণ: তিনটি – ং, ঃ, ঁ

অনুনাসিক বর্ণ : চন্দ্রবিন্দু (ঁ) চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরবর্ণের অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

অনুস্বর (ং) ও বিসর্গকে (ঃ) অযোগবাহ বর্ণ বলে।

হসন্ত চিহ্ন : স্বরবর্ণ যুক্ত না হলে ব্যঞ্জন বর্ণের নিম্নে একটি বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয়। ঐ চিহ্নের নাম হসন্ত চিহ্ন। যথা- ক্, দ্, বাক্।

ঘৃষ্ট বর্ণ: চ, ছ, জ, ঝ এদের উচ্চারণকালে জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি বের হয় বলে এগুলোকে ঘৃষ্ট বর্ণ বলে।

পড়া উচিত -

১ অঘোষ বর্ণ কোনগুলো? বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং স
২ অঘোষ হ ধ্বনির বর্ণরূপ কী? ঃ (বিসর্গ)
৩ অন্তঃস্থ বর্ণ কোনগুলো? য, র, ল, ব (ব আগে ছিল। এখন অপ্রচলিত)
৪ অল্পপ্রাণ বর্ণ কোনগুলো? বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ।
৫ উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিভাগ কী? ঘোষ-অঘোষ; মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ।
৬ উষ্মবর্ণ কোনগুলো? শ, ষ, স, হ।
৭ ওষ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো? প, ফ, ব, ভ, ম
৮ কণ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো? ক, খ, গ, ঘ, ঙ
৯ কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ ফলা রূপে ব্যবহৃত তা হতে পারে? ৬টি ন ম য র ল ব
১০ কার কাকে বলে? স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।
১১ কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই? অ
১২ কোনটি নিলীন বর্ণ? অ
১৩ খণ্ডব্যঞ্জন কোনটি? ৎ (মূল = ত)
১৪ ঘোষ বর্ণ কী ও কোনগুলো? বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, – পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ।
১৫ তাড়নজাত ধ্বনি কোনগুলো? ড়, ঢ়
১৬ তালব্য বর্ণ কোনগুলো? চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
১৭ দন্ত্য বর্ণ কোনগুলো? ত, থ, দ, ধ, ন
১৮ নাসিক্য বর্ণ কোনগুলো? ঙ, ঞ, ণ, ন, ম
১৯ পঞ্চাশটি বর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত? ৮টি
২০ পঞ্চাশটি বর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত? ৩২টি
২১ পঞ্চাশটি বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কত? ১০টি
২২ পরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কোনগুলো? ং ঃ
২৩ বাংলা বর্ণমালায় কতটি যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ আছে? ২টি ঐ ঔ
২৪ বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা কত? ৫০টি
২৫ বাংলা বর্ণমালার কোন বর্ণটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না? ৎ (খণ্ড ত)
২৬ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? ৩৯টি
২৭ বাংলা যুগ্ম স্বরধ্বনি কোনগুলো? ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)।
২৮ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি মোট কতটি? ২৫টি
২৯ বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী? ১১টি অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও
৩০ ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্টবর্ণের সংখ্যা কয়টি? ৭টি খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
৩১ ব্যঞ্জনবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কয়টি? ২৬টি
৩২ ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী? ৬টি ঙ ঞ ৎ ং ঃ
৩৩ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? ফলা
৩৪ মহাপ্রাণ বর্ণ কী ও কোনগুলো? বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
৩৫ মূর্ধন্য বর্ণ কোনগুলো? ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
৩৬ মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী? ৭টি অ আ ই উ এ অ্যা ও
৩৭ য-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী? তালব্য
৩৮ যৌগিক স্বরধ্বনিগুলো কি কি? ২টি ঐ ঔ
৩৯ যৌগিক স্বরধ্বনির কয়টি নাম ও কি কি? ৩টি দ্বিস্বর বা সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর
৪০ র-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী? কম্পনজাত মূর্ধা স্থানীয়
৪১ ল-এর উচ্চারণ স্থানজাত অবস্থান কী? পার্শ্বিক দন্ত্য স্থানীয়
৪২ স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি? ১টি ঋ
৪৩ স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি ও কী কী? ৬টি অ আ ই ঈ উ ঊ
৪৪ স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? ৪টি এ ঐ ও ঔ

প্রশ্নাবলি

০১. **অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে?**

অ. খ-বর্ণের সঙ্গে **ই. হ-বর্ণের পরে**

ঈ. ষ-বর্ণের পরে **উ. ক-বর্ণের সঙ্গে**

০২. **কোনটি অল্পপ্রাণের উদাহরণ?**

অ. ঝ **ই. ট** **ঈ. খ** **উ. ক্ষ**

০৩. **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?**

অ. ৭টি **ই. ৯টি** **ঈ. ১১টি** **উ. ১৩টি**

০৪. **কোনটি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন?**

অ. ম **ই. ল** **ঈ. শ** **উ. হ**

০৫. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
অ. মামা ই. বোন ঈ. বাবা উ. খালা

০৬. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
অ. ৮টি ই. ১০টি ঈ. ৯টি উ. ১১টি

০৭. ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
অ. ৬টি ই. ৭টি ঈ. ৮টি উ. ৯টি

০৮. ১১টি স্বরবর্ণের মধ্যে কয়টির সংক্ষিপ্ত রূপ আছে?
অ. ৮ ই. ৯ ঈ. ১০ উ. ১১

০৯. কোনগুলো উষ্মবর্ণ?
অ. ক,খ,গ,ঘ,ঙ ই. প,ফ,ব,ভ,ম
ঈ. শ,স,ষ,হ উ. খ,ছ,ঠ,থ,ফ

১০. কোনগুলো বর্গীয় বর্ণ নয়?
অ. চ, ছ, জ,ঝ,ঞ ই. ত,থ,দ,ধ,ন
ঈ. ট,ঠ,ড,ঢ,ণ উ. য,র,ল,শ,ষ

১১. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী?
অ. শব্দক্রম ই. ধ্বনিক্রম
ঈ. পদক্রম উ. অর্থক্রম

১২. য, র, ল– এগুলো কোন ধরনের বর্ণ?
অ. ঘোষবর্ণ ই. অন্তঃস্থ বর্ণ
ঈ. অঘোষবর্ণ উ. উষ্মবর্ণ

১৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি–
অ. ৭টি ই. ৮টি ঈ. ৯টি উ. ১০টি

১৪. কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
অ. ত,দ ই. খ,ঝ ঈ. ক,খ উ. চ,জ

১৫. বাংলা বর্ণমালার 'পরাশ্রয়ী' বর্ণ কয়টি?
অ. ২টি ই. ৩টি ঈ. ৪টি উ. ৫টি

১৬. ড়, ঢ় কোন জাতীয় ধ্বনি?
অ. শিশ ধ্বনি ই. অঘোষ ধ্বনি
ঈ. অল্প প্রাণ ধ্বনি উ. তাড়নজাত ধ্বনি

১৭. ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি?
অ. ম ই. ং ঈ. চ উ. ঙ

১৮. 'মই' কথাটির অই -কে কী বলে?
অ.হ্রস্বস্বর ই. অর্ধস্বর ঈ. দ্বিস্বর উ. ভগ্নস্বর

১৯. বাংলা বর্ণমালায় **অর্ধমাত্রা** বর্ণ কয়টি?
অ. এগারটি ই. নয়টি ঈ. দশটি উ. আটটি

২০. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
অ. মামা ই. ভাই ঈ. দিদি উ. চাচা

২১. কোনটি যুগ্ম স্বরধ্বনি?
অ. উ ই. ঋ ঈ. এ উ. ঐ

২২. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
অ. ফলা ই. কার ঈ. অক্ষর উ. ধ্বনিমূল

২৩. কোনটি উষ্ম বর্ণ?
অ. হ ই. ঙ ঈ. ঞ উ. ঝ

২৪. 'ট' একটি-
অ. তালব্য ধ্বনি ই. মূর্ধন্য ঈ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি উ. উষ্ম ধ্বনি

২৫. বাংলা ভাষার উষ্মবর্ণ মোট কয়টি?
অ. দুটি ই. তিনটি ঈ. চারটি উ. পাঁচটি

২৬. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে কয়টি বর্গ লক্ষ্য করা যায়?
অ. তিনটি ই. চারটি ঈ. পাঁচটি উ. ছয়টি

২৭. ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
অ. পলম্বব ই. লিপ্সা ঈ. শক্ত উ. কর্জ

২৮. ব্যাকরণিক চিহ্ন কোনটি?
অ. ঃ- ই. > ঈ. () উ. ”

২৯. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি?
অ. ২টি ই. ৫টি ঈ. ৫টি উ. ৬টি

৩০. কোন বাঙালি সর্বপ্রথম মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন?
অ. পঞ্চানন কর্মকার ই. পঞ্চানন সাহা
ঈ. পঞ্চানন দে উ. পাঞ্চজন্য কর্মকার

৩১. কোনটি নাসিক্য ধ্বনি?
অ. ঔ ই. ম ঈ. য় উ. হ

৩২. ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?
অ. ধ্বনি ই. বর্ণ ঈ. পদ উ. শব্দ

৩৩. বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-
অ. প্রাচীন যুগে ই. মধ্যযুগে ঈ. সেনযুগে উ. আধুনিক যুগে

৩৪. ভাষার মৌলিক উপাদান-
অ. বর্ণ ই. অর্থবোধক ধ্বনি ঈ. শব্দ উ. বাক্য

৩৫. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়–
অ. ফলা ই. কার ঈ. কিরি উ. কারা

৩৬. কোনগুলি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
অ. ক, খ, গ ই. ছ, জ, ঝ
ঈ. খ, ঘ, ছ উ. ট, ত, থ

৩৭. নিচের কোনটি 'নাসিক্য ধ্বনি' নয়?
অ. ঙ ই. ঞ ঈ. ম উ. ল

৩৮. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণ কয়টি?
অ. এগারটি ই. নয়টি ঈ. দশটি উ. আটটি

৩৯. তালব্য ও নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
অ. ঙ ই. ঞ ঈ. গ উ. ম

৪০. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি-
অ. ঘোষ ধ্বনি ই. অঘোষ ধ্বনি
ঈ. মহাপ্রাণ ধ্বনি উ. নাসিক্য ধ্বনি

উত্তরমালা									
০১	উ	০২	ঈ	০৩	অ	০৪	অ	০৫	ই
০৬	ই	০৭	ই	০৮	ঈ	০৯	ঈ	১০	উ
১১	ঈ	১২	ই	১৩	অ	১৪	ই	১৫	ই
১৬	উ	১৭	অ	১৮	ঈ	১৯	উ	২০	ই
২১	উ	২২	অ	২৩	অ	২৪	ই	২৫	ঈ
২৬	ঈ	২৭	অ	২৮	ই	২৯	অ	৩০	অ
৩১	ই	৩২	ই	৩৩	উ	৩৪	ই	৩৫	ই
৩৬	ই	৩৭	উ	৩৮	ঈ	৩৯	ই	৪০	উ

MUSAFIR RAHAD

MUSAFIR RAHAD